ইতিহাস:

বরিশাল দক্ষিণ বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা এবং বরিশাল বিভাগের সদর দপ্তর। কীর্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত এ শহরের পুরাতন নাম চন্দ্রদীপ। দেশের খাদ্যশস্য ও মৎস্য উৎপাদনের অন্যতম মূল উৎস বরিশাল। একে বাংলার ভেনিস বলা হয়। বরিশাল দেশের একটি নদীবন্দর।

বাঙ্গালীর অনেক কীর্তি আর কৃতিত্বের সাথে জড়িয়ে আছে বরিশালের নাম। মহান নেতা শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, কবি সুফিয়া কামাল, কবি জীবনানন্দ দাশ, চারনকবি মুকন্দ দাসসহ আরো অনেক কীর্তিমানের জন্মভূমি এ বরিশাল। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন স্বাধীনিতা আন্দোলনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে বরিশাল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বরিশাল বাসীর অনেক দাবীর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দাবী ছিল এ জেলায় একটি ‘শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ’ প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৯৩ খ্রিঃ, ০১ জানুয়ারি- প্রাচীন চন্দ্রদীপ রাজ্য, বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ জেলা নিয়ে বরিশাল বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভাগ প্রতিষ্ঠার পরবর্তীতে এ বিভাগের শিক্ষক/জনতা ‘শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ’ এর দাবীতে আরো স্বোচ্ছার হয়ে উঠেন। এ অঞ্চলের শিক্ষক জনতা ‘শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ’ প্রতিষ্ঠার দাবীতে বেশকিছু কর্মসূচীও পালন করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথম সরকার গঠন করেন। দক্ষিণ বঙ্গের শিক্ষকসমাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর তাঁদের জোরালো দাবী তুলে ধরেন। অবশেষে দক্ষিণ বঙ্গের কৃতি সন্তান পার্বত্য শান্তিচুক্তির রুপকার জননেতা আবুল হাসনাত আবদুল্লা, এম পি, মহোদয়ের নেতৃত্বে এবং তাঁর একান্ত প্রচেষ্ঠায় ১৯৯৯ খ্রিঃ, ‘ সরকারি শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টিচার্স ট্রেনিং কলেজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ১১ জানুয়ারি,২০০১ খ্রিঃ আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজের শুভ উদ্বোদন করেন। এ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ/প্রকল্প পরিচালক ছিলেন ডঃ গোলান রসূল মিয়া।